313

313
DĀS (Nagendranāth)
Śoka sindhu.
Kalikātā: N. Dāsa, [1931?].
12 p. 19 cm.
2 nationalistic poems and a short story 'Svargadhāme'.
PP Ben B 58; PIB 183/35

P.P. Ben. B 58

শোক সিন্ধু

OFFICE LIBRARY

রক্তপতাকা প্রণেতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য দুই পয়সা

শোকসিন্ধু

এখনো ঘোচেনি ভারতবাসীর চিত্তরঞ্জনের ব্যথা,
স্বদেশের তরে প্রাণ দেছে যেই বলে' গেছে কত কথা।
তিলক, গোখেল, লালা লাজপত, যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি,
এখনো ভুলিতে পারেনি যাহারা তাঁদের স্বদেশ প্রীতি,
সেই ভারতের বক্ষের উপর আবার বজ্রাঘাত,
আবার পুড়িল দেশের কপাল—এ কি হ'ল অকস্মাৎ ?
নাই নাই নাই মতিলাল নাই চলে গেছে সুরপুরে,
মহাশোক সিন্ধু উথলিয়া ওঠে ভারতের বুক জুড়ে।
অশান্তি ছায়ায় ঘিরিল সংসার বিশ্বময় হাহাকার,
স্বদেশ প্রেমিক তেজস্বী নির্ভীক চলে গেছে পরপার।
নাই নাই নাই মতিলাল নাই মায়ার বাধন ছিঁড়ে,
কোটী কোটী চোখে ধূলি দিয়ে তাঁর প্রাণপাখী গেছে উড়ে।
যাহার জীবনে দেশবাসী কত করেছিল আশা বুকে,
বিধাতৃ চরণে করিল প্রার্থনা বিষন্ন কাতর মুখে,
যাহার শিয়রে বসিয়া মহাত্মা ঈশ্বরে স্মরণ করি,
প্রধান শিষ্যের আরোগ্য কামনা করিলেন হৃদি ভরি,
সেই মতিলাল ভারতের প্রাণ হ'য়ে গেল অবসান,
কাঁদায়ে ভূলোক চলিল গোলকে—কেড়ে নিল ভগবান

দুর্ভাগা ভারত আকাশ হইতে খসে প'ল ধ্রুবতারা,
বিষাদ ঘটায় ছাইল অম্বর আঁধারে ঢাকিল ধরা।
কে আছ কোথায় যে আছ যেথায় কাঁদ সবে উচ্চৈঃস্বরে,
হিন্দু মুসলমান গলাগলি হ'য়ে একযোগে সমস্বরে।
যদি তাঁরে ভাই বেসে থাকো ভালো মরণে কাতর হও,
তবে একদিন হে ভারতবাসি! বিলাসিতা ভুলি রও।
যেই মহাবীর চলে গেছে আজ যাঁর তরে ঘর-শোক,
তাঁহার সম্মান দেখাইতে যদি চাহ ভারতের লোক,
তবে একদিন ভেদভাব ভুলি ভায়ে ভায়ে গলাগলি,
হও একবার ভারত সন্তান ঈর্ষা হিংসা দিয়ে বলি।
শুধু একদিন সারা দেশবাসী উড়াও জাতির নিশান,
চরকা ধর খদ্দর পর বাজাও গৌরব-বিষাণ।
একপ্রাণে সবে কর উচ্চারণ একযোগে মহামন্ত্র,
আমাদের দেশ আমরাই চাহি ভারত-শাসন-তন্ত্র।
যেই মতিলাল ছিল একদিন বিলাসীর শিরোমণি,
অপার ঐশ্বর্য্য যাহার ভাণ্ডারে ভারতের সেরা ধনী,
যাহার পোষাক কাচিত গৌরবে ফরাসী দেশের ধোপা,
রাশি রাশি অর্থ যাহার সচিব শোষণ করিত তোফা,
দেশ বিদেশে করিতেন যিনি স্পেশাল ট্রেনে ভ্রমণ,
তিন শত ভৃত্য পঙ্গপাল মত সঙ্গে করিত গমন,
যাঁ'[illegible] তুলনায় যাঁর ভারতের গর্ব্ব,
প্রভাহীন হয় [illegible] সব [illegible] অতঃপর,
যাঁর অট্টালিকা 'আনন্দভবন' [illegible] প্রাসাদ তুল্য,
যত ইংরেজের মুখ শুকে যায় জানিয়া যাহার মূল্য,

যেই মতিলাল করেছিল ত্যাগ তুলনা নাহিক হয়,
চরকা ধরিল খদ্দর পরিল দেশের মঙ্গল চায়।
অসহযোগ-মন্ত্র করিতে প্রচার সহেছিল কত দুখ,
কংগ্রেসের 'রেস' খেলায় নামিয়া ত্যজেছিল ভোগসুখ।
সাধের আলয় 'আনন্দভবন' কংগ্রেসের করে দান,
স্বার্থত্যাগের বিরাট কাহিনী ইতিহাসে হ'ল স্থান।
একদিন যেই জাতীয় দলের হয়েছিল সভাপতি,
চালনা করিতে ভারতের বীর অহিংসা সংগ্রামে ব্রতী,
হিমাদ্রি হইতে কন্যা কুমারিকা প্রচারিত যাঁহার মন্ত্রে,
শক্তি হরিতে দলন করিতে বিদেশী আমলা-তন্ত্রে,
অবশেষে যাঁর সুযোগ্য পুত্র নিজ বলে নিল কেড়ে,
হাসিতে হাসিতে দিতে হ'ল তাঁর সভাপতি পদ ছেড়ে।
পিতা পুত্র মিলি বনিতা কন্যা পুত্রবধূ একমনে,
কে দেখেছ কবে স্বদেশের তরে যুদ্ধ করে প্রাণপণে?
কারার আঁধার গহ্বরে ঢুকিয়া চোরের অধম বাস,
রাজভোগ ছাড়ি কাঙালের মত কাটায়েছে কত মাস।
রোগে ভুগে মরে কারাগার মাঝে তবু নত নহে শির,
ব্রিটিশের কৃপা পদতলে দলে ধন্য ভারত বীর।
আর নাই নাই চলে গেছে ভাই কাঁদায়ে ভারতবাসী,
কাঁদায়ে আপন আত্মীয় স্বজন ছিল যত দাস দাসী।
এ জীবনে তাঁর পূরিল না সাধ যেতে হ'ল পরপারে,
সাধের ভারত দুর্ভাগা ভারত পড়ে র'ল অন্ধকারে।
সমগ্র ভারত শোকমগ্ন হ'ল জহরলালের সনে,
সিক্ত বসুধা কোটী নর নারীর অশ্রুধারা বরিষণে।

হবে না কি জয় ?

বৃথাই কি হ'বে এত নির্যাতন
অত্যাচার উৎপীড়ন,
পরাধীন জাতির কাতর ক্রন্দন
শুনিবে না ভগবান ?
যুদ্ধ করে প্রাণপণ, শক্তি যতক্ষণ,
ভারতের বীরপুত্র কন্যা অগণন।
ঢেলে দেয় কত রক্ত,
দেশ হিতে দেশভক্ত,
প্রহারে জর্জরিত,
তবু তারা শক্ত।
কত অনশন নিশা জাগরণ,
পাহারা বয়েছে তখন,
কত কষ্ট হাসিমুখে করিয়া বরণ
লভিয়াছে কত বীর অমর শয়ন।
কত যে সংসার
হ'ল ছারখার —

অট্টালিকা ভূমিসাৎ
রাজরোষে অকস্মাৎ,
ভেঙে গেল সুখের স্বপন,
হাহাকারে ভরিল গগন।
কত জননী হয়েছে উন্মাদ সমান,
গর্ভবতী স্ফীতোদরে চেপেছে পাষাণ,
বিকট দানব কণ্ঠে হাসি অবিরল,
রূপবতী নারীতনু করেছে ধর্ষণ।
করি কেশাকর্ষণ বেটন প্রহার,
বাঁধিয়া বৃক্ষের সনে—কি অত্যাচার !
কত শিশু মাতৃক্রোড়ে স্তন্য পান করে,
'ছিনাইয়া লইল জোরে,
আছাড় মারিল শেষে প্রস্তরের বুকে,
হাহাকার আর্তনাদ জননীর মুখে।
তবু নির্বিকার জননী আমার,
হলাহল হিংসানল জ্বালিল না তার।
ঊর্ধ্বে কোন্ নিভৃতে আছ হে ভগবান !
বিশ্বজনা হয় যদি তোমার সন্তান,
তবে কেন হেন শাস্তি ভারতের পরে,
কেন এ দুর্দশা প্রভু আজি ঘরে ঘরে ?
অতি শান্ত নিরীহ যে শান্তি প্রিয় জাতি,
অহিংসার পথে চলে শ্রেষ্ঠ ধর্মে মাতি,
বিশ্বময় করিছে প্রচার,
ধর্মকথা সার,

তোমারে স্মরিয়া ওগো অগতির গতি,
দিয়েছ যে ভক্তজনে এ হেন দুর্গতি ?
কিবা পরীক্ষা তুমি করিছ গ্রহণ,
তব পদে মন করি সমর্পণ,
কত কষ্ট সহিবারে পারে,
তব ভক্ত মণ্ডলের মাঝারে,
এখনও কি হয়নি সমাপন,
আরো কত দুখরাশি করিবে বর্ষণ ?
তাহাইতে চাহ যদি শোণিতের বানে,
সব নদী ছুটে যাবে কুল কুল তানে,
ত্রিশ কোটী নরনারী বক্ষরক্ত তাজা
প্রস্তুত অঞ্জলি দিতে হে বিশ্বের রাজা!
পরীক্ষা করহ প্রভু যদি সাধ হয়,
ভারত নির্ভয়—তবু কি হ'বে না জয় ?

স্বর্গধামে

পার্থিব দেহ পৃথিবীতে রক্ষা করিয়া পণ্ডিত মতিলালের আত্মা আজ দেবরথে স্বর্গের পথে যাত্রা করিল। যেইমাত্র রথ স্বর্গরাজ্যের তোরণ দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল, সহসা দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিয়া দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল—বিশাল স্বর্গের তোরণ দ্বার খুলিয়া গেল। রথ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে আনন্দ কলরব করিতে করিতে দেবতারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল—দেববালাগণ মাল্য নিক্ষেপ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিল।

তাহার পর, মহা হৈ চৈ ব্যাপার আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মতিলালকে লইয়া দেবতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। এখন, দেবতাদের মধ্যে দুইটা দল আছে। একটা দল কংগ্রেস পার্টি এবং অপর দল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তুল্য। কংগ্রেসের বিপক্ষ দলই সেখানকার রাজ্য শাসন করিয়া থাকে। আধুনিক স্বর্গ কিনা! কাজেই সেখানে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র কামান, বন্দুক, বোমা, এরোপ্লেন প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছে। কংগ্রেসের ও সব বালাই কিছুই নাই। শাসক সম্প্রদায় বলবান্—কথায় কথায় প্রজাদের উপর চোখ রাঙায়—গলাধাক্কা দেয়—আর্থিক চোটে পিষে মারায় কিন্তু যেইমাত্র কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

ঢুকিতে দেখে, তাহাদের যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কেননা, অস্ত্রশস্ত্রহীন ঘোর অহিংসবাদী কংগ্রেসের দল সেখানে এমনই জোরে অসহযোগ আন্দোলন চালাইতেছে যে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।

আর কেনই বা না হইবে? তিলক, গোখেল, চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে দলের নেতা—বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল ভেঙে চৌচির করে—অর্ডিন্যান্স আমি গ্রাহ্য করে না—পরোয়ানা পর্য্যন্ত ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে—আর যতীন্দ্রনাথের ত অনশন ব্রত লাগিয়াই আছে। কংগ্রেস নেতাদের এই সমস্ত অসমসাহসিক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বিপক্ষ দলের মাথা ঘোরে—গা বমি বমি করে—তাহার পর, যেন প্রবলবেগে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া ত দমিলে চলিবে না? তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র আছে, ভয় কি? অমনি বড়মাত্রা কুইনাইন সেবন করিয়া আবার তাহারা বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়।

বিপক্ষ দলের রাগ হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। তাহারা সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে—নানাপ্রকারে ট্যাক্স আদায় করিয়া প্রজার বুকের রক্ত শোষণ করিয়া খায়। কিন্তু কংগ্রেসের দল ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছারখার করিতেছে—ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চালাইতেছে। যদি ব্যবসা বাণিজ্যই বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা করিয়া তাহাদের বিশেষ লাভ নাই।

দেবতারা পূর্ব্বে সুরা পান করিয়াই তুষ্ট থাকিত কিন্তু শাসক সম্প্রদায় আরও কিছু ভ্যারাইটি (রকমারি) করিয়া দেবতাদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিল। সেগুলি যথা—গাঁজা, আফিং, চরস, চণ্ডু ইত্যাদি। সুধা পান করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, কাজেই দেবতারা নাচিতে আচিত

ঐ সমস্ত সস্তা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া নেশার কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল। দেবতাদের এই অধঃপতন দেখিয়া কংগ্রেসের দল মাদক দ্রব্য বর্জ্জন পিকেটিং আরম্ভ করিল—তাহাতে দোকানদারগণের বুক কাঁপিয়া উঠিল—ঘোর নেশাখোর গুলোর দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। আফিং-খোরের পেট ফুলিয়া জয়ঢাক হইল—গাঁজাখোর গাঁজার কল্কি লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে কৈলাসের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। এই সমস্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে শাসক সম্প্রদায় জোয়ারের জলরাশির ন্যায় অগাধ অর্থ-রাশি শোষণ করিত, সহসা পিকেটিংএর ফলে তাহাতে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইল। শাসক সম্প্রদায়ের মুখ শুকাইল সত্য কিন্তু তাহারা অন্তরে অন্তরে গর্জ্জন করিতে লাগিল, কি? আমরা অস্ত্র-শস্ত্রধারী হইয়া ঐ নিরস্ত্র কংগ্রেস দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিব? কিছুতেই না—কিছুতেই না। তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া পিকেটারদের উপর যথেচ্ছা গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু প্রতিকার কিছুই হইল না। তখন শাসক সম্প্রদায়ের উগ্র মস্তিষ্ক হইতে এক বুদ্ধি বাহির হইল—তাহারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য মাহিনা দিয়া বহু এণ্টি পিকেটার নিযুক্ত করিল এবং স্বর্গরাজ্যে নূতন প্রজা উপস্থিত হইলেই তাহাকে দলে টানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

পণ্ডিত মতিলালের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। একদিকে কংগ্রেসের দল তাঁহার এক হস্ত ধারণ করিয়াছে, এবং অপরদিকে বিপক্ষ দল অপর হস্ত ধারণ করিয়া টানাটানি করিতেছে। পৌরাণিক যুগে ঠিক এমনিতর অবস্থায় পতিত হইয়া জরাসন্ধ রাজা একদিন বিভক্ত হইয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের তাহা স্মরণ হইতেই আতঙ্কে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল

একদিকে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়িতেছে—অস্ত্রের [illegible]

বিদ্যুতের ঝিকিমিকি করিতেছে—গুড়ুম গুড়ুম কামান গর্জন করিতেছে। আমলাতন্ত্রের দলপতি বলিতেছে, আমাদের দলে এস—রাজভোগে উদরপূর্ত্তি কর—বিলাস বাবুয়ানায় স্বর্গের সেরা সুখ উপভোগ কর। আর একদিকে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে—চরকার ঘর্ ঘর্ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে—দিব্য খদ্দর মণ্ডিত সত্যাগ্রহী সেনার পবিত্র সুন্দর মূর্তি দৃষ্ট হইতেছে। সহাস্যবদনে চিত্তরঞ্জন বলিতেছে, আমাদের বিলাসিতা নাই—রাজভোগ নাই—নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার আমাদের একমাত্র ব্রত। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে মহাপুরুষ মর্ত্তলোকে সৈনাপত্য করিয়া অমর কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন, তিনি কি এই স্বর্গধামে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়াইয়া কলঙ্ক ক্রয় করিবেন ?

জাতীয় পতাকা উড়িতেছে—চরকা ঘর্ ঘর্ করিতেছে—চিত্তরঞ্জন ডাকিতেছে। মতিলালের হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িল। তিনি চীৎকার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, ইউনিয়ন জ্যাক! তুমি দূর হও! বলিয়াই সযত্নে ভূতলে পদাঘাত করিলেন।

বিপক্ষ দল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িল। বলপূর্ব্বক মতিলালের হস্ত ধারণ করিয়া তাহারা কংগ্রেসের দলে ভীষণ গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যাগ্রহী সেনা অজেয়—অমর—অক্লান্ত। তাহারা গুলি খায়—ভূতলে পড়ে—আবার হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়ায়। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল—স্বর্গরাজ্য কাঁপিয়া উঠিল—চারিদিকে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া ভগবানের মাথা মুণ্ড পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। তখন তিনি ভীত ব্যস্তভাবে সেই মহাসমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান উপস্থিত—দেবতাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। অমনি সকলে উভয় পক্ষ মতিলালকে ত্যাগ করিয়া নতমস্তকে সরিয়া দাঁড়াইল।

INDIA O
LIBRARY

সেই তাহাকে খুব মর্দন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় অবিরত গায়ত্রী জপ করিতেছিলেন। বাপ্‌রে! স্বর্গে আসিয়াও নিস্তার নাই! হিংসার আগুন কি সর্বত্রই বিরাজ করে? সহসা ভগবানের উপস্থিতিতে যুদ্ধ থামিয়া গেল—মতিলাল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভগবান সম্মুখে উপস্থিত—তাঁহার দিব্য জ্যোতিঃতে দিগ্বিদিক আলোকিত—মতিলাল স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ভগবানের চরণতলে পতিত হইলেন। ভগবানের আশীর্বাদ হস্ত তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিল—তাহার পর, তিনি মতিলালের হস্ত ধারণ করিয়া তুলিলেন।

অল্পক্ষণ পরে মতিলাল বলিলেন, ভগবান! এই স্বর্গধামেও দেবতাদের মধ্যে ঈর্ষা হিংসা কেন?

ভগবান মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় কি আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ কর্‌বার জন্য এখানে আগমন করেছেন?

যথার্থই পণ্ডিত শিরোমণির ইচ্ছা হইতেছিল, ভগবানের সহিত একটু তর্ক বিতর্ক করেন। কিন্তু হাজার হউক ভগবান—কথার প্যাঁচে প্যাঁচে তাঁহার মস্তিষ্ক গোলমাল করিয়া দিয়া শেষে যদি পাগলা গারদের ব্যবস্থা করেন, এই ভাবিয়া বুদ্ধিমানের মত তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

ভগবান বলিলেন, মতিলাল! আপন কর্মফলে তুমি স্বর্গলাভ করেছ—অমর হয়েছ—সুখে কাল কাটাও।

মতিলাল বলিলেন, ভারতের বড় দুর্দিনে আমাকে ডাক দিয়েছ। ভগবান! বড় সাধ ছিল, ভারতে শান্তি স্থাপন করে' আস্‌বো—সে আশা পূর্ণ হ'ল না।

ভগবান বলিলেন, ভারতের ভাগ্য বিধাতা ভারতেই অবস্থান

করবেন। তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। তুমি এখন স্বর্গের অধিবাসী [illegible] ভাবনা ভেবনা।

মতিলাল বলিলেন, কে সেই ভারতের ভাগ্য বিধাতা পুরুষ?

ভগবান বলিলেন, আমার দিকে একবার ভাল করে' তাকাও, বুঝতে পারবে।

মুহূর্ত মধ্যে মতিলালের মনে হইল, যেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। অমনি তিনি হর্ষ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, এ কি! মহাত্মা! মহাত্মা! বলিয়াই পরম ভক্তিভরে যেইমাত্র তাঁহার পদতলে মস্তক রক্ষা করিলেন, আবার দেখিলেন, সেই ভগবানের চরণ যুগল।

সমাপ্ত।

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

অত্যাশ্চার্য্য ঘটনামূলক অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস

১। **বঙ্গের বীরকুমার।** বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বল যুবরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমশালী সপ্তদ্বীপের অধিপতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেশবাসী আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে—কোটী কোটী লোকের চক্ষের সম্মুখে অদ্ভুত-কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া শৌর্য্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন অথচ কেহই তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না—কি অদ্ভুত লীলা! যেন বায়োস্কোপের ছবির মত মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া দেখিতে হয়—কি হয়—কি হয় ওই ধরে—এই ধরে, যেন আলেয়ার আলোর মত কোথায় লুকাইয়া যায়। পড়ুন, স্বদেশী বীরের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হউন। সচ্চরিত্র, উদার হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক তরুণরাজ বঙ্গের যুবরাজের কাহিনী পাঠ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়ে। এই পুস্তকে আরও অনেক মধুর চিত্র ও চরিত্র আছে। মূল্য সাধারণ—বারো আনা মাত্র।

২। **সমর-সঙ্গিনী।** বীরকুমারের চরিত্রের পরবর্ত্তী ঘটনা। ইহাতে সেনাপতি-তনয়া সুবর্ণলতার তেজস্বিতা ও মধুর চরিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইবেন। ইহার মূল্যও বারো আনা।

৩। **রণরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞা পালন।** (একত্র) এই দুই খানি পুস্তক সমর-সঙ্গিনীর পরবর্ত্তী অংশ। অদ্ভুত উপায়ে বঙ্গের যুবরাজ কর্ত্তৃক রাজকন্যা সুবর্ণলতা হরণ। বৃহৎ আকার—মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উপরোক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে আড়াই টাকায় পাইবেন। ভিঃ পিঃতে লইলে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

স্বয়ম্বরা

হাসির হর্‌রা! নবরসের ফোয়ারা! সৌন্দর্য্যের বহরা। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে হাসিতে হাসিতে গড়াইতে গড়াইতে নর্দ্দামায় গিয়া চিৎপাত হইলেও হাসি থামিবে না।

মূল্য এক টাকা। ভিঃ পিঃতে পাঁচ সিকা।

বেকার সমস্যার সমাধান।

অর্থ অভাবে যাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করুন। যেখানে বাঙ্গালী—সেখানে জনতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকের কবিতাটী উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলে যথেষ্ট পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই কার্য্য করিয়া প্রতিদিন তিন চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা কি সুখের বিষয় নহে? গোলামি করিয়া আত্মরক্ষা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন।

এই পুস্তকের পাইকারী দর প্রতি শত এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিঃতে একশত পুস্তক দুই টাকা পড়িবে। অধিক পুস্তকের জন্য চুক্তি দর স্বতন্ত্র। রেল পার্শেলে লইতে হইলে তিন টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে মাল পাঠানো হয় না। নাম ধাম স্পষ্ট লেখা চাই। রিপ্লাই কার্ড ব্যতীত পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—
এন, এন, দাস ব্রাদার্স
৪ দীননাথ মিত্র লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ গলি)

LIBRARY

প্রকাশক ও প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। "আদিত্য প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।